প্রথম আলো

তারিখ 19 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যবিরোধী ছয় শিক্ষক কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনকারী চার শিক্ষক ও দুই কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডল স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ আদেশ দেওয়া হয়।

বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তিরা হলেন গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হাফিজুর রহমান, হিসাববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আপেল মাহমুদ, একই বিভাগের প্রভাষক উমর ফারুক, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালক মাহমুদুর রহমান ও সহকারী-রেজিস্ট্রার আমিনুর রহমান।

এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে রাজা রামমোহন মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করেন বরখাস্ত হওয়া শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পক্ষ থেকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উপাচার্যপন্থী শিক্ষকেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। গত ২৮ জানুয়ারি ইউজিসির সদস্য মোহাব্বত খান স্বাক্ষরিত একটি পত্রে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে (নিয়মিত, অ্যাডহক ও দৈনিক হাজিরাভিত্তিক) সব ধরনের নিয়োগ স্থগিত করার আদেশ দেওয়া হয়। ওই পত্র দেওয়ার পর ৩ এপ্রিল আবারও একটি পত্র দিয়ে জানানো হয়, যদি কোনো জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়, এর দায়-দায়িত্ব উপাচার্যকে বহন করতে হবে এবং তাঁদের বেতন-ভাতা কখনো ইউজিসি থেকে দেওয়া হবে না। এর পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪৪৭ জনকে নিয়োগ দিয়েছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করায় উপাচার্য আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করেছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

উপাচার্যবিরোধী দুর্নীতি প্রতিরোধ মঞ্চের উদ্যোক্তা হাফিজুর রহমান বলেন, দুর্নীতি ঢাকতে নিয়মবহির্ভূতভাবে তাঁদের বহিষ্কারের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রার শাহাজাহান আলী মণ্ডল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবহির্ভূত কাজ করে প্রতি মুহূর্তে তাঁরা ক্যাম্পাস উত্তেজনা করে চলেছেন। এ কারণে উপাচার্যের পরামর্শমতো তাঁদের বরখাস্ত করা হয়েছে।

উপাচার্য মুহম্মদ আবদুল জলিল মিয়া জানান, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আদালতে মামলা ও ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি উত্তেজনাকর করার অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এভাবে বরখাস্ত করার কোনো বিধিবিধান আছে কি না, জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।